দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ ... 27 MAY 2016
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৩

তদন্ত প্রতিবেদন অ্যাটর্নির কার্যালয়ে

শিক্ষক শ্যামলকান্তির বিরুদ্ধে ছাত্রের বক্তব্য অসংলগ্ন

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

নারায়ণগঞ্জের পিয়ার সাত্তার লতিফ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্যামলকান্তি ভক্তের কাছ থেকে স্কুলের পরিচালনা পর্ষদ 'জোর করে' পদত্যাগপত্রে স্বাক্ষর আদায় করেছে। এছাড়া ওই শিক্ষকের বিরুদ্ধে ছাত্রের দেওয়া বক্তব্যও 'অসংলগ্ন'। সে 'একেক সময় একেক কথা বলেছে'। গতকাল বৃহস্পতিবার অ্যাটর্নি জেনারেলের

এরপর পৃষ্ঠা ১১, কলাম ৩

শিক্ষক শ্যামলকান্তির

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) কার্যালয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তদন্ত কমিটির দেওয়া তদন্ত প্রতিবেদনে এমন তথ্য উঠে এসেছে।

প্রতিবেদনে একই সঙ্গে শিক্ষককে লাঞ্ছনার ঘটনায় সংসদ সদস্য সেলিম ওসমানসহ জড়িতদের বিষয়ে বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে। আগামী ২৯ মে রোববার ওই প্রতিবেদন হলফনামা আকারে আদালতে উপস্থাপন করা হবে।

গত বুধবার বিকালে নারায়ণগঞ্জের জেলা প্রশাসন ও গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে পৃথক দুটি প্রতিবেদন অ্যাটর্নি জেনারেলের কার্যালয়ে জমা দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল মোতাহার হোসেন সাজু। তিনি বলেন, শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে জমা দেওয়া প্রতিবেদনে শিক্ষক শ্যামলকান্তি ভক্তকে 'নির্দোষ' দাবি করা হয়েছে। প্রতিবেদনে চার দফা সুপারিশ করা হয়েছে।

অ্যাটর্নি কার্যালয় সূত্র জানায়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তদন্ত প্রতিবেদনে শ্যামলকান্তি ভক্তের কাছ থেকে 'জোর করে' পদত্যাগপত্র আদায় করে পরিচালনা পর্ষদ তাতে সই নেয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালক মোহাম্মদ ইউসুফ এবং নারায়ণগঞ্জের জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মো. আবদুস জামান স্বাক্ষরিত ওই প্রতিবেদনে বলা হয়, যেহেতু অভিযোগকারী ছাত্র মো. রিফাত হাসানের স্কুল কমিটির সামনে উপস্থাপিত জবানবন্দি ও গণমাধ্যমে প্রদত্ত জবানবন্দি এবং তার মায়ের লিখিত অভিযোগ ও মৌখিক অভিযোগের মধ্যে গরমিল লক্ষ্য করা গেছে; সেহেতু বিতর্কিত বিষয়টির সত্যতা গ্রহণযোগ্য নয় বলে বিবেচিত হতে পারে। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, প্রধান শিক্ষকের পদত্যাগপত্র জোর করে আদায় ও সাময়িক বরখাস্তের বিষয়টি আইনসিদ্ধ হয়নি বিধায় তিনি স্বপদে বহাল আছেন বলে বিবেচিত হতে পারে।

ধর্ম অবমাননার অভিযোগ তুলে গত ১৩ মে স্কুল প্রাঙ্গণে শিক্ষক শ্যামলকান্তিকে মারধর করে একদল লোক। পরে তাকে কান ধরিয়ে ওঠবস করান স্থানীয় এমপি সেলিম ওসমান। দেশজুড়ে ওই ঘটনার প্রতিবাদ ও দোষীদের বিচার দাবির মধ্যেই ওই শিক্ষককে চাকরিচ্যুত করে স্কুল কর্তৃপক্ষ। ওই ঘটনায় সেলিম ওসমানসহ যাদের সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ উঠেছে, তাদের বিরুদ্ধে কেন আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে না– তা জানতে চেয়ে এরই মধ্যে রুল জারি করেছেন হাইকোর্ট। পাশাপাশি ওই ঘটনায় কী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে তাও জানতে চেয়েছেন আদালত। এ ঘটনার পর দেশজুড়ে প্রতিবাদ জানায় বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ। এছাড়া ফেসবুকসহ সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমগুলোতেও ওঠে সমালোচনার ঝড়। ওই সময় তদন্ত প্রতিবেদন পাওয়ার পর এ ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছিলেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ।